শুধু তুমি কবিতা

কাব্যগ্রন্থ

সোহরাব সুমন

স্বত্ব লেখক

প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৯

প্রকাশক

আফতাব বুক হাউস

৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

প্রচ্ছদ

হেদায়েতুল ইসলাম অপু

অক্ষরবিন্যাস

বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রন

আফতাব আর্ট প্রেস

ISBN:৯৮৪- ৭৭৮১০১২- X

মূল্য

৮০টাকা

শুধু তুমি কবিতা

একটা কবিতাকে আমি বহুবার আবৃত্তি করি,

আবৃত্তি করতে পারি যতোদিন বাঁচি;

তোমাকেও তেমনি... তাই তুমি কবিতা।

গদ্যগুলো যতো আছে আমি বড় জোর একবার পড়েছি

কিংবা দুবার তিনবার ...

কিন্তু কবিতার মতো বহুবার আবৃত্তি করতে

তুমি ছাড়া আর কিছুই পাইনি

কিছুই খুঁজিনি

কিছুই খুঁজি না;

তাই তুমি কবিতা

শুধু তুমি কবিতা

মন প্রপঞ্চ

কেন এক সুতার ভেতরে

সুখ শঙ্খ তারে

সমূলে বেঁধে রাখে

অপয়া আঁধারে।

মন নারে নদীর তীর রে

না যমুনার অগাধ জলরে

কেন ভাঙে আর গড়ে

সখ্যতার এপারে ওপারে।

পবনের কাণ্ডহীন পাদপ

ডানা মেলে দিলে

আমারে কে পারে তাহারে

ছায়ার বিহারে

পাবনা তারে, দিতে চাও কেন, কারে

মেলাতে পারি না কিছু অন্তরে বাহিরে

কে যেন এক সুতার ভেতরে সুখ শঙ্খ তারে

সমূলে বেঁধে রাখে অপয়া আঁধারে।

অধরা

ছুঁয়ে দাও এই বোধ

স্বপ্নেরা রয়ে যাক অধরা

দিয়ে যাও এক নীল

রংগুলো মিশে যাক সাথে।

পেতে চাও কতোটা সময়

সব কিছু অসীম, অন্য কিছু নয়।

সামনে অফুরন্ত পথ

আমি কোন গন্তব্যে যাবো, বেশি দূরে নয়।

এতো সব খুব ক্লান্তিকর

সহজ ডানার সাথে পেতে নেবো ঘর।

প্রতি পৌরুষ

যে কারো অপেক্ষায়...

... আমি পথ চেয়ে রই...

আশৈশব স্বপ্নাতুর...।

দেখা হলে পথের পাশে

কোন কথাই বলি না তার চোখে চোখ রেখে

চোখের ভাষা না বুঝে ফিরে আসি

টের পাই আমার ভেতর এক নিঃসঙ্গতা

হয়তো সে ছায়া ফেলে কোন জানালাতে।

যে জন কারো অপেক্ষায়-

বুঝি না তো- সেই জন কি আমি

অমৃত

সর্পের শরীরে আমি অমৃত ঢেলে দেবো

একবার ধর্মের কাছে অর্ধনগ্ন হয়ে দাঁড়াবো

সম্পূর্ণ নগ্ন হব কোন নারীর শরীরে

ভালবাসার জন্য ভিখেরি হবো না আর

কে কবে হয়েছে

ভালবাসা যদি সাপ হয়ে যেতো

কবিতাগুলো যদি সব সাপ হয়ে যেতো

সেই সর্পের শরীরে আমি অমৃত ঢেলে দেবো?

যাও পাখি

যাও পাখি

যাবে যদি উড়ে

সন্ভূত নয়ান মেলে ও পরাণ

ভালবাসার দোড়ে

বঙ্কিম পৃথিবী লাজভরা

তপ্ত প্রেম ছোঁয় তাপ খরা

তক্ষুনি আষাঢ়ের অমোঘ মেঘ দ্যায় ছুঁয়ে

এ মনের সুখ লতা ঢেড় বেড়ে

যায় পড়ে

নুয়ে

বুঝলাম ভালবাসা দরকার

বুঝলাম ভালবাসা দরকার

বাসলাম ॥ বাসলো

বুঝলাম কাছে ডাকা দরকার

ডাকলাম ॥ আসলো

বুঝলাম জড়িয়ে ধরে যদি দুটি কথা বলতাম

বললাম ॥ বললো ॥

বুঝলাম শরীরে ওর যদি চুমুর চিহ্ন কিছু আঁকতাম

আঁকলাম ॥ আঁকলো ॥

এরপর আর কিবা চাইবো

চললাম ॥ চললো ॥

কেমন বৃষ্টি হলো

কেমন বৃষ্টি হলো

এখন চাঁদের আলো

তোমরা যারা কান্না, চাওনি

তারা কেন হাসো

যারা কখনো জোছনা দেখনি

তারাই ভালবাস

পুবের বাতাস এলে

দক্ষিণের জানালাতে

ঝরবে ফুলের পাপড়িগুলো

নীল নীল ব্যথাতে

কারো দুঃখ, কারো হাসি

তোমাদের কথাতে

তখন বৃষ্টি ছিলো, সাথে চাঁদের আলো

ঝরা ফুলের পাপড়িগুলো শিশির মেখেছে

কেউ আসেনি খুঁজতে তাদের

নিভৃতে কেঁদেছে।

এই বেলা

কতো পাখি নীড় ছেড়ে যায়

ফিরে আসে একটা কি দুটা

উড়ে যায় কতো খড়- কুটা

বাতাসে বাতাসে তার চিহ্ন যে নাই

চরণে চরণে ধূলি

মনে মনে এই কথাগুলি

তারে আমি কতোটুকু চেয়েছিলাম

কি করে যে... কার কাছে বলি

রংমাখা ছিল সেই দুপুর বিকাল

বিজনের পথ ধরে হাঁটি কতোকাল

ভিড় ঠেলে সামনে কে আসে

যার কথা ভাবি বসে সেকি ভালবাসে?

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির শেষে

অথবা রয়েছি বেশ মেঘের আবেশে

ধোঁয়া এসে কারে যেন বশ করে গেছে

কে আমার হাত ধরে

কেবা ফিরে যায় ভেবে ভেবে এই বেলা

কিবা যায় আসে

অবুঝ তৃষ্ণা

ছায়া চোখে যতো দেখি

প্রেমহীন তৃষ্ণা জেগেছে

প্রোস্টেট নিষ্ঠুর যাতনা দিয়েছে

দুচোখ দুচাঁদের জোছনা গিলেছে

অরণ্যের যেখানে এক নদীর মোহনা

শুকনো চর, ধু- ধু বালি, সাগর ছিল না

মরা শ্যাওলার মাঠে খুঁজি সেই উষ্ণতা

এমন জেগেছে সাথে নিয়ে তার অবুঝ তৃষ্ণা

জৈবিক অনলে পোড়া এই মাংস হাড়

অঙ্গার হয়েছে আরো মায়া ফাঁদে মনের বিকারে

আড়ষ্ট দুপুর ছিল অনেকটা অসহায়...

মাঝরাতে সেই ক্ষোভ অগ্ন্যুৎপাতে

অযনিজ উগ্রলাভা উগরে দ্যায়।

সাধ জাগে

সাধ জাগে নিদ্রার কুহকে আরো আচ্ছন্ন হই

সব কিছু স্বপ্নময় মনে হয়, মনে হয় মাঝে মাঝে

কোন এক সাবেক জীবন

মনে হয় পথহীন পথিক কোন গন্তব্য ভুলে

ফেরত যেতে চায় আপন ঠিকানায়

অতিবিষ চেতনার পর

প্রথম পরতে ভাঁজ, পুরনো গন্ধ

মাঝে মাঝে খুব চেনা লাগে

সেই সব কাছে ডাকে

পরিচিত জংধরা স্মৃতি জাগানিয়া

বুঝি কেউ বিবর্তিত হবে

আজ তারে চিনতে চাই না

সোম গন্ধ শুঁকে আসা অরূপ মাতাল

আকণ্ঠ, সুধা ভেবে শুষে নেয়

আমার মষুম্না রস এই চোখে চোখ রেখে।

এমন ঠিকানা

এমন ঠিকানা কেন নেই

খুঁজে নেবার কষ্ট নেই

এমন ঠিকানা কেন নেই

ভুলে যাবার অবকাশ নেই

এমন ঠিকানা কেন নেই

সব ঠিকানার মানুষগুলো

একে একে পর হয়ে যায় কেন

সব ঠিকার মানুষেরা

অচেনা হয়ে যায় কেন

হারিয়ে যায় কেন

কোন এক ঠিকানায় এমন প্রেমিকা কেন নেই

ভুলে যাবে না কোনো দিন

হারিয়ে যাবে না কোনো দিন

হারাবো না তাকে কোনো দিন।

ছায়া কথা

ছায়ায় ছায়ায়

একলা বেড়ে ওঠা

ছায়ায় ছায়ায়

ঘর সঙ্গীর কোঠা

ছায়ার সাথে

নৃত্যে অবুঝ রেখা

ছায়ায় ছায়ায়

বৃত্তটাকে যায় না সহজ দেখা

ছায়ার ফাঁকে

অবুঝ আলোর খেলা

পাতায় মাখা ভর করেছে

রোদেলা মেঘলা

ছায়ার সাথে

ডানা মেলার সুর

বাতাসে ভর করে শেষে

যাচ্ছে অনেক দূর।

এখন আমি

এখন আমি বসন্ত চিনি বাতাসের ঘ্রাণে

খুঁজি না কাউরে তাই ফুল পাখিদের গানে

ফুলেরা ফিরে আসবে সব পাতাদের সাথে

তার সাথে পাখিরাও

এতো সব ভ্রমর বাতাসের কাছে জানতে পেরেছি

পৃথিবীর ঘুম ভাঙবার অনেক আগে

মেঘেরা আসবে ভেসে

ছায়ামেলে সবুজের মাঠে।

ছায়ার শরীরে

ছায়ার শরীরে কোন চিহ্ন আঁকা থাকে

অন্ধকার এতোসব পেতে পারে না

নিজস্ব প্রতিবিম্বের কাছে হাত পেতে পেতে

ক্লান্ত দুচোখে আসে অনিঃশেষ ঘুম

পাহাড়ের ওপারে এক অনাঘ্রাতা নদী

সে জলে ভেসেছে কিছু বৃন্ত ছাড়া ফুল

কোথায় হারাবে সব এই তো মোহনা

মাঝে মাঝে ভেসে থাকা চেতনার দ্বীপ

ব্যথায় ফেলেছি ধুয়ে

কোনো এক কামনার বীজ

একটি পালক উড়ে এসে ছুঁয়েছে কাউকে

এমন স্পর্শ কিছু মনে পড়ে না

যে আঁধারে হারিয়েছি সব জোছনা

জোছনার রাত

ছায়াকথা

ছায়াদের বড়ো বেশি একলা দেখেছি

চাঁদজাগা পূর্ণিমা রাত

ফিরে এসে সেই হাত খুঁজি

অপেক্ষার দিন গুনি আজও

বুনো ফুল বাতাসের কথা বলে

জেনেছি সেই ঘ্রাণের ছায়া রাত

এই বুঝি শেষবার

ফুলে ফুলে শিশির জেগেছে

স্পর্শের অতলে ছুঁয়েছে

ভেজা বাতাসের হাতছানি

আমি তাই দেখতে এসেছি

একা এই পৃথিবী সেজেছে কতখানি।

ফেরাতে ভালো লাগে

ফেরাতে ভালো লাগে

আবার সাহস করে সামনে দাঁড়াতে

কারণে অকারণে দূরে সরে যেতে

বহুদিন পর বসে তোমাকে ভাবতে

ভালো লাগে

যেন কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই

আমি শুধু চাই ভ্রমরের দিন

সহজ করে আজীবন বাঁচা

বেঁচে থেকে মরে না বাঁচা

কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই

চাই কোনো এক নিরালা দিন

নিঃশ্বাসে মিশে যাওয়া

বিশ্বাসে সয়ে যাওয়া ব্যথাহীন নীল

সন্তাপ

সমস্তটা দেখলেই পারতাম

আমি কেন যে মুখ ফিরিয়ে নিলাম

অন্তরের চোখ দিয়ে বহু দূর দেখেছি

তবু রোদের আলো বলে কথা

শহরের অলি- গলি কতোটা ঘুরেছি

সব ঘরে হয়নি তো ঢোকা

পিছল কার্নিস তার সমস্তটাই ফাঁকা

হয়তো আঙিনা নেই বলেই

পর্দার আড়াল হতে চেয়ে থাকা

আড্ডাগুলো বড়জোর একপেশে হতে পারতো

মাসীরা সঙ্গ দেয় পুত্রশোক নেই বলে

কারো হয়তোবা আছে রুপালি নেল- পলিশ

ঠিক দুঃখ ভুলে যাবার মতো সহজ ঘ্রাণে

ফুলগুলো ঝরে পড়তে পারে না

যেহেতু ওগুলো প্লাস্টিকের...

তারপরও কোনো কোনো অগোছালো

বিছানার সন্তানের জন্য অবুঝ হাহাকার

এর পুরোটাই দেখলে পারতাম

লতানো গাছের ছলে এলেও ফিরিয়ে

না দিলেই হতো

কি দরকার ছিল বাপু চড়- থাপ্পর

এতোসব অনাসৃষ্টির জন্য...

সন্তাপ : মাটি ছিটাতে পারলে না

সন্তাপ : পুরোটা দেখলেই পারতাম

কেন যে কৌতূহল ছিল না

যতো সব মন মরার দল।

অপ্রস্তুতের স্তূতি

সেই সব আত্মপ্রবঞ্চকের সাথে ঘুরে ঘুরে

তাদের কথার খেই খুঁজতে গিয়ে

আমিও ভুলে গেছি ভেবে নিতে চশমার রং

কবে যেন ধেয়ে গেল আগুন মুখ শকুনগুলো

জোড়া পাহাড়ের গায়-

অতঃপর সেখানে ধাতব স্যান্ডউইচের মাঝে পড়ে ছিল মানুষের রোস্ট

আর দাম্ভিকেরা পাশেই দাঁড়িয়ে বলেছিল

দেরি নেই মানবতার দেখবি কবর- কেননা

আশপাশেই লুকানো ছিল হননের অগণিত আশ্চার্য ডিম

আহারে ধোঁয়ার গন্ধে মাতালের দল ছুটছে দিগিদিক

অতি উৎসাহীরা আলোগুলো লেপটে নিয়ে দেখিয়ে দিল সবাইকে

যেখানে গ্যাস সিলিন্ডার পকেটে পুরে ট্যাবলেটখোর

জ্ঞানীর চা অন্নের ধোঁয়ায় তোলে

সজ্ঞানে চলে যাওয়া পরবাসের গল্প

সস্ত্রীক নয় তবে সন্ধ্যার পর ভর করে ক্লান্তি ভীষণ

ভাবছিল সীমারেখা টানবে কি করে এমন জটিলতার খুব

সহজ করে

মাইলস্টোন গুনতে ভুলে যাওয়া শিষ্ট ছেলের দল ফুটো প্লেট হাতে

ছুটে আসে কিসের টানে : আঙ্গিকের জুয়াখেলা হচ্ছে যখন

এখানে সেখানে

হয়তোবা দেখবে কেউ ঈশ্বরের জ্যোতি

তবুও তো আত্মা বেঁচে কেউ কেউ রয়ে গেছে সতি

এমন মাত্রায় সাজানো জগৎ : কেতাগুলো সব অসম্পূর্ণ

ছাঁচে মনে হয়

কবিতাকে তাই মাপবো কি দিয়ে কোন ধাঁচে

যদিও অনেক সিঁড়ি ভেঙেছি বহুদূর হেঁটে এসে

তারপরও কেউ কেউ ভাবে নর্দমা থেকে

কি করে উঠে আসতে পারে এখানে কেউ :

(এমন তো নয় যেন স্বর্গ ভুবন)

এভাবে শ্যাওলা খেলে কতদিন ঠেকানো যাবে অমঙ্গল

না হয় বুদ্ধের ধ্যান ভেঙে দিতে

বেশ্যাপাড়ার শান্ত মেয়ের চুনকালি নিয়ে খেলা

আর সঙ্গী সমেত আড্ডার ঢং

উপোস দ্রাক্ষারসেও তুমি এমন মন্থর

কেবলই দেখলে আর কেবলই শুনলে

অপ্রস্তুত হয়ে হাতে, মুখে, চুলে জল ছিটবার তরে

চলে গ্যালে- তোমাকে তো বুঝবে না কোন নেল- পলিশ

অথবা নখ

এ বিশ্ব সংসারে শিখেছে সব ভুল বুঝতে

বাকি সব শেয়ালের দল।

চেওনা

চেওনা এই হাত

চেওনা এই রাত

চেওনা কোনো কিছু

চেওনা ওই চাঁদ

এখানে কোনো কিছু দেবার জন্য নয়

নিতে পার এখানের যা ইচ্ছে হয়

শুধু চেওনা কোনো কিছু

চেওনা

যে ফুলের স্পর্শ পেতে পারো

যে আঁধারের গভীর ছুঁয়ে দিতে

সাদা মেঘে পূর্ণিমা চাঁদ ঢাকছে

চেওনা তার কোনো কিছু।

অপেক্ষা

বিজনে এলে না তুমি ...

কত প্রহর সমান

দূর ঐ পথ ধরে

দাঁড়িয়ে ছিলাম

ছায়া ঢাকা, গাছের কিনারে

শেষ বিকেলের রোদ

দেখেছে আমাকে।

অবীত

এতোগুলো কাচ দিয়ে কি লাভ হয়েছে

স্বচ্ছতা যদি গেলো ঢেকে

আলোরা সুতার মতো আসতে তো পারে না

গেরো ফস্কার মতো জুড়ে গিয়ে এঁকেবেঁকে

এতোগুলো কাচ দিয়ে কি লাভ হয়েছে

জলধারা যদি গেলো ঢুকে

জলেরা আলোর মতো চলতে তো জানে না

স্বচ্ছতা ফুঁড়ে কি করে এখানে এলো

বেহায়ার মতো ফাঁদ পেতে

এতোগুলো কাচ দিয়ে কি কাজ হয়েছে

ছাদ ফুঁড়ে দুচোখ যদি চাঁদ দেখে

এই দুটো চোখ তবে কি কাজে এসেছে

মন যদি সব নেয় দেখে

আলোগুলো তবে আর কি কাজে এসেছে

রংগুলো তবে কেন লেপটে লেগেছে

পৃথিবীর তল ঘেঁষে ঘেঁষে

এই নীলে

এই নীলে তুমি আর একলা হয়ো না

পাশাপাশি কত ছায়া সামনে এসেছে

পুরাতন ঘ্রাণ এসে তাদের ডেকেছে

এই নীলে তুমি আর একলা হয়ো না

খুব কাছে আলোড়িত আবেগ বলয়

সবুজের কথা বলে পালিয়ে বেড়ায়

আমি যার হাত ধরি

সে আমাকে এমনি ছাড়ে না

এই নীলে বাঁধা পেয়ে কত কি ভুলেছো

তারপরও ফিরে এসে আকাশ খুঁজলে

স্রোতের বিজনে হাত রাখারাখি

এসবই ভালবাসে সাতরঙা পাখি

ভ্রুণ

আমার সাজানো বাগানে

কতো ভ্রুণ

কতো বীজ

নিশ্চুপ শুয়ে থাকে

ভ্রুণগুলো নিশ্চুপ একাকার

শুয়ে থাকে অব্যক্ত বীজের ভেতরে

জানা যায় না, ছোঁয়াও যায় না তাদের

আলো আর বাতাসের আর আর্দ্রতায়

চারাগুলো বেড়ে ওঠে নিষ্পাপ বারতায়

তাদের তুলে ফেলি আক্রোশহীন

অমোঘ আবেগ সয়ে

তারপরও কেউ কেউ বেড়ে ওঠে একদিন

বন্যতা মেখে, শূন্যতা ঢেকে।

আমার সাজানো বাগান

প্রকৃতিই সাজাবে সময়ের ফোঁড়ে

আমি বা আমরা নই এমন তো কিছু

বাগান সাজাবার

আমরা যে টিকে থাকি

সময়ের স্বল্প পরিসরে

সামনে ও পেছনে মহাকাল।

অমন মায়ার চোখ

অমন মায়ার চোখ

যদি যায় চেনা

একজোড়া শুকতারা

অবয়ব জুড়ে থাকা

আরো কিছু অমোঘ আলপনা

অমৃত চেতনা

সেই যে ভেঙে গেলো

ধবল ধুতি আর টুপি রাখা

ঘুণেধরা কাঠের আলমারি

অতঃপর তর্জনী উঁচিয়ে...

কত কিযে হয়ে গেলো

নতুন মানচিত্র ভূমিষ্ঠ

কঠিন সংগ্রামে...

(আকাশে মেঘের দাগ...

ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ...

সাদা ছোপ; পাকা চুল জাতি ...)

বহুদিন বর্গী নেই তবু সমনে ভাঙে মায়েদের বুক

ভেজা নরম পলিতে কোদালের আঘাতের শব্দে

দাঁড় কাকের কালো রং মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস

বাসি তামাকের আঁসটে গন্ধ

পুরু চশমা পার হয়ে আসে বাঁকা আলো

জননীর ঘুম; প্রয়াত বাঁশি

জীবনানন্দ কোথায় ঘুমায়

এই বাংলার আকাশ- বাতাস কাঁশফুল

ভালবেসে।

অপরূপ সৌধ

এখন সেখানে কিছুই নেই

সেই জমাট রক্ত

সেই আর্তচিৎকারের মতোই

নিঃশেষ হয়ে গেছে

কবরের এপিটাফ খোদাই আছে

আরো কিছুটা দূরে।

স্মৃতিচিহ্ন

কি রাখি স্মৃতিচিহ্নে

তাঁর কথা পড়ে যদি মনে

যদিবা সহজ ঘুমে, সে

আমাদের করেছে অতিক্রম

লোকালয় মাঠ বন এখনো

তবু তাঁর ফেরার অপেক্ষায়

রয়েছে আটপৌঢ়ে চোখে

বিবাগী পথের পাণে চেয়ে

বসে বসে ক্লান্তিহীন

আয়নায় নিজেকে দেখি

অস্তিত্বের যতোটুকু পুরোটাই ঋণ

এর চেয়ে অন্য কিছু কিআর

স্মৃতিচিহ্ন হতে পারে

এমন স্বপ্নীল হৃদয় রঙিন

অকপটে বলে তার কথা।

ঈশ্বর ভালো

ঈশ্বর ভালো

ঈশ্বর দিয়েছে আলো

ঈশ্বর ভালো

ঈশ্বর দিয়েছে কালো

আর মানুষের মর্ত্যরে সব অন্ধকার

রাতভর মিলেমিশে নিবু নিবু প্রদীপে

পাপহীন পতঙ্গের আত্মহনন

অচল আরশোলা কাঁদে থেকে থেকে

কোথাও ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো

মানুষের কলরব

শেয়াল চাতুর্যে ডাকে

আঁধারের ফাঁক গলে

ভুল হলে ইতর প্রাণীরাও

ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হয় না এখানে।

সুপ্রভাত

ঈশ্বর ভালো; জানতাম বলে

একসময় অনেকে হাসাহাসি করেছে

ঈশ্বর আলো কিংবা কালো বা অন্ধকার দিয়েছে

এনিয়ে কোথাও কোন তর্ক হয়নি

শেয়ালগুলো চাতুর্যে লুটেপুটে চলে গেছে

পতঙ্গরা সংখ্যায় অধিক বলে

কেউ গুনেনি আলোতে ওদের ঠিক কতজন

আত্মাহুতি দিয়েছে; আর আরশোলার

আর্তনাদ কারো কানে পৌঁছায়নি

ওরা কতো কিছু বলেছে

আমি শুনেছি; অন্যেরাও

তারপরও এ নিয়ে ভাবিনি

(ঈশ্বর আছেন; কোথাও না কোথাও)

সুপ্রভাত বললেই কি ঈশ্বরের কাছে

ক্ষমা পাওয়া যায়।

পুতুল

ঈশ্বরের বানানো পুতুল হাঁটছে

ঈশ্বরের বানানো পুতুল খেলছে

মাঝে মাঝে কলকাঠি সুতো ছিঁড়ে যায়

ঈশ্বরের সাজানো পুতুল হাসছে

ঈশ্বরের সাজানো পুতুল নাচছে

কেন যেন কলকাঠি সুতো ছিঁড়ে যায়

ঈশ্বরের দেওয়ানা পুতুল কাঁদছে

কেউ কি আর কলকাঠি সুতো খুঁজে পায়

ঈশ্বরের দেওয়ানা পুতুল ভাবছে

এতো কিছুর কলকাঠি সুতো যে কোথায়

ধাঁ ধা

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মিলেও যেতে পারে

যদিও অনন্ত হয় সংখ্যাটা তবুও

কিন্তু এখন কি করে মিলবে কি করে

ছাপগুলো, সত্তাগুলো এতোসব যেভাবে সাজানো

ছিল, কোন এক কালে হাত ধরে হাতে

জন্মের কি এক জঘন্য মুহূর্তে। অপেক্ষার পালা

পেরুবার জন্য কোথায় দাঁড়াতে হবে কোন

অন্ধকারে, হাতড়ে বেড়াতে হবে কতকাল

অনন্তকাল মহাকালের কাছে কতটুকু হলে

এক সময় মিলে যাবে জটিল এই ধাঁ ধা

কোন ছলছুতায় নয়, নয় কোন মনগত দৃষ্টি

এমনি এমনি ঘুরতে ঘুরতে একবার মিলে যেতে

পারে না কি, এখন তো মুছে গেছে

উপগত সজ্জা, তাহলে কীভাবে মনে রাখবে

সেই ধজ্জা, ভ্রমণ ক্লান্ত হয়ে ভুলে গেলে কখনও মিলবে যে

কোন কোন ছাঁচে তা বুঝবে কি করে!

কে?

দুঃস্বপ্ন

(বারবার ঘুম ভেঙে যায়)

হাড় ভাঙার মড়াৎ শব্দে

ঠাণ্ডা জড়তার মাঝে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলো

আড়ষ্টতা কাটিয়ে ভাঙনের অবস্থান নির্ণয় করার

বহু চেষ্টায় বিফল হয়ে

উড়ে উড়ে আহত শরীরটাকে খুঁজতে

বাগানে গিয়ে দেখি শক্ত সমর্থ কদমগাছটা

কাল বৈশেখীর আঘাতে মাটিতে পড়ে আছে...

... হাড় কাঁপানো শীত... হালকা ঘন কুয়াশা...

স্যাঁত স্যাঁতে মাটিতে বরফ শীতল শীতল শিলার

আঘাত,

বড় বড় কদম পাতা ছিন্নভিন্ন; এখানে ওখানে

ছড়ানো ডালপালা

উঁচু গাছটাকে ধরে দাঁড় করাতেই শেকলের শব্দে

বার কতক আবার ঘুম ভাঙল

দেখি শূন্যে ভাসছে অন্ধ বানর

শেকলটা বাহুল্যই বটে (বন্দি যে অন্ধত্বে)

একটা ধাতব স্পর্শ অনুভূত হয় মনের ইন্দ্রিয়ে

অতঃপর শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের প্রেষণার তীব্র স্পর্শে

ঘুমন্ত চেতনা দ্বিখণ্ডিত হয়

ঘুম ভেঙে যায় ...

বারবার ঘুম ভেঙে যায়

যতোবার ঘুম ভাঙে

বিছানা ছাড়ার তবু থাকে না উপায়

আড়ষ্ট শরীর ঘুম জড়তায় (ও স্বপ্ন ভাঙার দুঃখে)

লেপটে থাকে ভোরের বিছানায়।

নিষ্পাপ সকাল

গানী গান গেও

সাথে রেখে মান

যে ঈশ্বর দিয়েছে গলা

তিনিই ধীমান

শ্বাস ছেড়ে

আস্ নিয়ে

মনের অপার তীরে ডুবে গেলে

ইন্দ্রিয়েরা বেহাত হয়ে যাবে-

এমন যোগী ছাড়া আরাধনা হয় না তো

সুর ছাড়া গান গাওয়া হয় না গানীর

ভূতল স্বর্গ ভেবে

করে না উল্লাস ধীমান

এখানে মানুষ আছে

জীবন্ত, স্থির, উদ্ধত

যাহোক পশুত্ব আর যৌনতা

ভুলে থাকা কতকাল

ছলছুতর ধরে এগোলে

মিলবে নিষ্পাপ সকাল

বর্গা

বর্ষা লাঘব করে ক্লেশ

কৃষকের

যে চষে যৌবনে মনের জমিন

নরম পলির জমি

সারা রাত ঘাস খাওয়া পেটফোলা বলদের দল

জাবর কাটার পায় না অবসর

অমৃত পান্তা গ্রাস মুখে তুলে

লাঙল জোয়াল সমেত

যায় সে চষতে আবার কার জমিতে

জমিনে এখন প্রচুর ফাটল

আল পথ ঢের বেড়ে গেছে

নিজের জমিন বলতে খুব কমই আছে

বর্গা চষে বর্ষার মাতানো আমেজ

বেশ কেটে যায়।

ঘটে

রোদের এমন তাপ

পারলে সূর্য পুড়ে যায়

জল ঊর্ধ্বে উঠে যায়

কাঠ ঠোঁকরা, চিল বিবাগী মাটিকে ঠোঁকরায়

চৌচির শ্যাওলা মরা মাটির শক্ত চাপ

যার চাই জল শুধু কাটবে মনস্তাপ

শব্দের অমৃত চুষে এখন সবাই

এমন জঠর যাতনা পেলো কে জানা নাই

শব্দ যদি ভাবে

দাঁড়কাকের পাখার ঝাপটায় ঘুম ভাঙবে

বৃক্ষ যদি ভাবে

কলি ফুল ফোটাবে

ভাবনা তার চেয়ে বেশি একজন কবির

যা ঘটেনি তা ঘটবে কখন।

মূর্তি

মূর্তিরা মুমূর্ষু হয় না

হয় না ক্লান্ত

যে ঈশ্বর তাকে দিয়েছে

আকৃতি, সে দেয় নিতো শ্বাস

আর ঈশ্বর সেই

নশ্বর শিল্পীকে

দিয়েছিল শ্বাস ও

ছিটেফোঁটা কিছু অগাধ বিশ্বাস

তার কিছু পুঁজি করে

অল্পদিনের তরে

গড়ে গেলো

অবিন্যস্ত মাটির ধারাপাত

থাকা না থাকা

নাই!

আবার না থাকতেও দ্যায় না কেউ।

আছে!

আবার থাকতেও দ্যায় সবাই।

এ পিরিতি মানে না-

নিয়মের বালাই,

থাক বা না থাকুক,

আবার দ্যায় না কেউ

আবার দ্যায় সবাই।

ভ্রমরের ঋণ

বীর্য হাতে নিয়ে প্রেমিক গন্ধ শুঁকে

ফুল কি শুকিয়ে ছিল ভ্রমরের শোকে

কবে আর আসবে এমন বসন্তের দিন

ফুল আর রাখবে না ভ্রমরের ঋণ

একটা বলয়

ঘুরে ফিরে একটা বলয়

চেতনার সাত রং কোন রং নয়

রং ধনু হয়েছে লীন

জোছনার আলো ছিল

ছিল বলে কবিদের সঙ্গে প্রণয়

পাতারাও ঝরতো না

মেঘ কিবা বৃষ্টি

তার পরও খুলে গেল

প্রপঞ্চের দৃষ্টি

দিন হলো রাত হলো

মানুষের কৃষ্টির

শেষ বলে কিছু নেই

শুরু নেই শেষ নেই (গুরু নেই)

আলো শেষে কতটা আঁধার

প্রেম শেষে দুঃখের পাহাড়

তার পরও

জোছনার সব আলো কবিদের

সকালের সব রোদ শিশুদের

ছায়া ঢাকা পথগুলো পথিকের

প্রহরের সব ঢং নারীদের

আয়োজন সব কিছু জীবনের

ঘুরে ফিরে একটা বলয়

জানবে না প্রেম, না প্রলয়

উল্টো দিনলিপি

পবনে পাদপ

পায় ফের হাসি

পক্ষী শেকড় গেথেছে; ভেজা মাটিত

পাঁক ঘাটে চঞ্চুহীন পাতা

পাক খেয়ে উড়ে যায় বন- বৃক্ষ- লতা

প্রহরহীন রাতে যেন দিশেহারা

পলাঙ্গ উর্মিলা জলেতে

পাপ- পুণ্যহীন এক

পাতার পাপরে উল্টো দিনলিপি গেঁথে আছে

অকাল বোধন

আমি কি পারি না পেতে

অমৃত আবার

হৃদয়ের শোধ

থেকে থেকে কি এক অক্রুঢ় ক্রোধ

জেগে ওঠে

ইচ্ছা হয় আমূল উপড়ে ফেলি

নারীত্বের তিন জোড়া ঠোঁট

অনাঘ্রাতা তাও জেনেছে

কামে জর্জরিত সব। অস্ফুট আবেগে

কেঁদে ফ্যালে

ঘামসিক্ত রোদেলা দুপুর

মরা শ্যাওলার তল ছুঁয়ে দেখে

পৃথিবীর মাঠে মাঠে বিচলিত

কতো না ফাটল

সখের শাঁখারী

যেহেতু তোমার শির

উচ্চ কি বা নত

সেহেতু তোমার তরে হৃদয় প্রণত

আবার যেহেতু তুমি সখের শাঁখারী

করাতের দাঁত কাটে হৃদয় আহারে

এমনটা হবে বুঝি তোমার অলংকার

ঝেড়ে ফেলে দেবে তাই সকল অহংকার

কিন্তু তোমার হাত আরো প্রসারিত

ঝাড়ফুঁক করে যায় যাকে কাছে পায়

তাকেই নিয়ত

পরকীয়া

তোমার এমন ঘুম ভেঙে যাবে

জানলে আগে সজনে ডাঁটায় পাটি বুনতাম

হোক না হোক এমন বালাই শুনে কে

পদ্মার ধু- ধু বালি চরে ইলিশের সাঁতার

দেখতে কতই না ভালো লাগে

বেড়ালের রোমশ পশম

স্ত্রী করা কাপড়ে লেপটে থাকে

হাত দিয়ে বারবার ঘষলেও ওঠে না

ব্রাশে কদাচ কাজ হয়

তার আগে জেদ ঝাড়তে

গৃহস্থালির আসবাবের জঠরে খোঁজা

কেউ কি ভাবে এমন হয়

জানালার কাচ শব্দের অমৃত খায়

ঝেড়ে ফুঁড়ে

আলো- ছায়া শব্দের অরণ্যে

ভালবাসা ভালো মানুষ চুপচাপ দূরে

১.

বিড়ালের থাবা হতে পালালো ইঁদুর

২.

রাঙা বধূর কপালে নেই কোন সিঁদুর

৩.

অমোঘ জান্তা সব খুঁইয়ে খায় বসে পান্তা

৪.

যা বোঝার তা বুঝে নেইনি কেন

যে যাকে ভালবাসে

যে যাকে ভালবাসে

সে তারই হয়ে যায়

যে যাকে ভালবাসে না

যে খেলে ছলনার খেলা

তারা কেউ কারো নয়

তারা কেউ কারো হতে পারে না

ছলনায় বহু দূর এগুলেও

তারা কখনই কেউ কারো হতে পারে না

তারা কখনই কেউ কারো নয়

যে যাকে ভালবাসে

সে তার হয়ে যায়

চিরদিন তারই রয়ে যায়

পর বা আপন কিছু নয়

ভালবাসা এতসব বলে কয়ে দেয়

যদি ভালবাস তবে এ চেতনার সবটা তোমার

তবে ভুল করলে কিন্তু

দোষ নেই কারো

সঠিক মানুষটাকে চিনতে ভুল করলে

কখনই ফিরে যাওয়ার পথ তুমি

খুঁজে পাবে কি

হয়তো। হয়তোবা না।

এর উত্তর সঠিক কি হতে পারে

তা কি তোমার আছে জানা?

ঋষি হও

ঋষি হও

বসে থাক

পাপ করো না

জগতে জগতে শুধু

পাপের ঘরানা

ঋষি হও

বসে থাক

তবু কি কিছু যেনে গেছ

অকারণ নির্লিপ্ত

পাপ হবে না?

ঋষি হয়ে বসে থাকি

পাপ করি না

জগৎ কি এমন পাপের ঘরানা

কতকিছু ছেড়ে দেই

পাপ ছাড়ে না

নির্বাচিত রোদ

পেছনে চেয়ে দেখি সব এলোমেলো

আরো কিছু দিন যেন পথ চলা ছিল

নদীর স্রোতের মতো ঘোলা জলে হারিয়েছে সব

স্মৃতির উজানে কিছু সোদা গন্ধ মাটি

অনেক দিনের সেই পরিচিত সবুজ আলপথ

এর সবকিছু ফেলে আসার পর

দুচোখ মেলে শুধু দেখি-

চার দেয়ালের এই রংকরা

কৃত্রিম রঙিন পাথর

ধাতব ফ্রেমে বাঁধানো কাচের

ক্যানভাসের ওপারে

দিন, রাত, আলো- আঁধারি, অন্ধকার

আর নির্বাচিত রোদ

প্রপঞ্চের পরাবাস্তবতা

ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের যাতাকলে

রুদ্ধ হাহাকারে

দিগন্ত চিরে বাসনার মেঘ উড়ে আসে

স্তব্ধ শরীর ঘামে ভীজে জানান দেয়

হাড়ের উপর মাংসের পরুত্ব

কমে আসছে দিন দিন

বন্ধ লোমকূপগুলো ফুলে ফেপে

উগড়ে দেয় লোনা জল

ঘাম আঁকে শরীরের মানচিত্র বিছানার চাদরে

মস্তিষ্কের রন্ধ্রে জমে থাকা ইচ্ছের ধুলো

পালাবার পথ খোঁজে

সহ- ত্রাসে সহ- মরণের পথে চলে যায়

সুখ সচ্ছন্দ

দূর থেকে ভেসে আসা স্বল্পদৈর্ঘ্যর

ট্রেনের হুঁইসেল জীবনের দৈর্ঘ্য প্রস্থের

জ্যামিতিক ছক এঁকে যায়

ঘুমন্ত শ্রবনেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়তা হারিয়ে ক্রমেই

সজাগ হয়

চোখ দুটি যথাবিহিত পর্বে সাড়া দিতে গিয়ে

ক্লান্তির বসে ফের ডুবে যায় ঘুম জড়তায়

নিঃশ্বাস সাইক্লিক অর্ডারে পুনঃ পুনঃ

বুকের হাপর টেনে চলে

চেতনা ঘোড়ায় সওয়ার

ক্লান্তিহীন ক্রুদ্ধ হৃদপেষী

অবিরাম টেনে চলে

টান টান- দেহের লাগাম

অতঃপর জটিল ঘুম শেষে

সরলতা সবিস্তারে ঘুচে যায়

সজীব কফিন হতে আনমনে

জেগে ওঠে একটি সকাল

মৃত্যু দোতানা হারায়

এলোকেশ বাতাসের চারপাশে

বৃক্ষের পাণ্ডুর পাতা ঝড়ে পরে

মাটির গভীরে বীজ ধরাশায়ী হয়

আকাশ আর সূর্যের ঋত্বিক অবগাহনে

মরা মাসের উপর বেড়ে ওঠে ক্ষণিকের তরে

মাইটের সভ্যতা

আর্দ্রতা কেড়ে নেয় ঝড়া পাতাদের

ভেঙে যাওয়ার শব্দ

আর সবুজ হারাবার দুঃখ

কোথাও- ফুরনো আলতার শিশি

শূন্য ঔরসে ডুকরে কাঁদে

চনমনে কিশোরীর যৌবন জ্বালা মেটায়

রুদ্রগ্রাসি ছারপোকা

পরা চিন্তা সব ছারখার হয়ে যায়

ছাপোষা কায়ার কাক

কাঁ কাঁ করে- উড়ে যায়

সুদূর পানে।

তুমি আমি যা চাই

তুমি চাও

তোমার মতো হই-

আমি চাই

আমার মতো থাকি

এই দিয়ে মাঝামাঝি

সীমানাটা আঁকি

তুমি চাও-

কোথাও না যাই

আমি চাই

আমার পাশেই থাক

তাইতো বয়ে যাই

দুজনায় পাশাপাশি

মাঝে মাঝে হয় শুধু

সীমানার খুনসুটি।

নেতা সংহিতা

শূদ্রের করতলে বিলাসের লাশ

আকাশে শকুনি ওড়ে কুটিল আভাস

ছায়া যায় নীল নীল নদী যায় ঘিরে

জলধীর মাছগুলো পুকুরে পুকুরে

সৌধের মানুষগুলো আসবে না ফিরে

তারাতো ঘুমিয়ে আছে ইটের কবরে।

যখন যুদ্ধ শেষ জ্ঞানপাপী বোদ্ধারা সব

পাপী আর ভীনদেশি করেছে উৎসব

নিয়েছে হারের শোধ নেতাদের মেরে

বেনিয়ার পা- চাটা কুত্তার জোরে

শকুনির চোখ দেখে মাটির গভীরে

যেখানে রস আছে শুঁষে নিতে পারে

বালুময় প্রান্তরে শিলা চেখে চেখে

নরম পলির মাটি অমৃত ঠেকে

তাকেই আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে সব

সীমানার ভেতরে হচ্ছে গুজব

নষ্ট আমরা পুড়ি কষ্টে সবারে

সুখ দিতে মেতে আছি আমার নিজেরে

বাঁধা দেব তাই নেই সেই শক্তি ধড়ে

আসবে কেউ হয়তো ধরনীর পরে

সমুদ্র সংঘাতে যাবে নদীর নিয়তি

আমারে করোনা ক্ষমা এ মোর মিনতি।

ক্যাকটাসগুলো চাই

আমি ঐ ক্যাকটাসগুলো চাই

বর্ষার জলে পচে গলে যাওয়ার আগেই

রোদ আর পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়

অনেক বেড়েছে ওরা অনেক সেজেছে

কাঁটার অলংকারে সবুজ দেহের বাঁকে

আরো কঠিন আঘাতে ভেঙে যাওয়ার

আগেই ওদের লুকোতে চাই রংকরা

লোহার খাঁচায়; শ্যাওলাহীন কার্নিসের পর

আয়ুর্বেদ ঘেটে ঘেটে কেউ কি জেনেছে

এইসব ব্যাধি সারে কোন এক কাঁটাতে

শব্দহীন ব্যথা সারে আমৃত্যু যন্ত্রণার!

নিঃসঙ্গতার মতো একাকার হয়ে যাওয়া সব স্মৃতি

কেউ যদি ভুলতে চায় শব্দের বিচালি

পেরুতে হবে জানি কাঁটাহীন অপ্রিয় সংঘাতে

অযোনিজ জন্ম গিয়েছ ভুলে কোন সাধ করে

যদিওবা বৃক্ষের কাছে শিখতে হবে সব

বহুদিন ধরে মনে যে কাঁটা বিঁধেছে

তার কিছু কি তুলতে পারে সবুজ ক্যাকটাসের

বুনো ঝোপ, আয়ুধের আক্রোশ ঢেলে দিয়ে

এত সব জানিনা আমি শুধু জানি

হাজার ব্যথা পেরুলেও আমি ঐ

ক্যাকটাসগুলো চাই

শিশিরের ফাঁদ পেতে বসে থাকার জন্য

আমার ঘরে।

বিষয়ী আবৃত্তি

বিষয়ী আবৃত্তি সব কোলাহলের পর

নিঃশেষ হয়ে গেলে

নিঃশেষ হয়ে গেলে এইসব

আয়নিত বোধ

কেমন সস্তা হয়ে যায়

নারীর সুকোমল হাত

পিছুটান পিছু ফেরা

পরাগত স্মৃতি

কেউ এখন আর সামনে আসে না

শুধু একলা পথ চলা

অথচ নেই সেই নির্জনতা

চারপাশে কত পথ

কত পথ চলা।

পরাজিত নই

পরাজিত নই পথ চেয়ে থাকি

পথের ভেতরে যোজন ফাঁকি

মন বলে কথা কার সাথে যেন

সেজন জানি না কত দূরে থাকে

এত সব ভেবে

এত লোক মাঝে

নিজেকে ভীষণ একলা লাগে

কারো হাত ধরে দাঁড়াতে পারি না

পাশাপাশি হাঁটি

চোখে চোখ রাখি

তারপর কোনো অলস দুপুরে

নিজেকে কোথাও একলা পেলে

প্রশ্ন করি না

পথ চেয়ে থাকি

তখন মনে এলোমেলো কিছু ভাবনা এলে

তার মাঝে আরো বেশি ডুবে গেলে

গোপনে গোপনে পরাজিত হই

তবু জিতে রই নিজের কাছে

পরাজিত তবু পথ চেয়ে থাকি

পথের কোথাও একটু দাঁড়ালে

সামনে তখন আরো পথ দেখি

মনে মনে ভাবি

এখনো আমি পরাজিত নই

এখনো সামনে আরো পথ বাকি।